DEC. 22 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের তৃতীয় দফা ডেটলাইন ৩১ ডিসেম্বর॥ ৬০টির মধ্যে ১৪টি বাজারে আসছে ১ জানুয়ারি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

আগামী ৩১ ডিসেম্বর তৃতীয় দফায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ডেটলাইন নির্ধারণ করা হলেও মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের মাত্র ১৪টি পয়লা জানুয়ারি বাজারে আসছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দিয়ে ঐদিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উদ্বোধন করার চিন্তাভাবনা চলছে। তিন কিস্তিতে মাধ্যমিকের ৬০টি বই বাজারজাত করার উদ্যোগ নেয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সেট ধরে বই কিনতে পারবে না। গত বছরের মতো খুচরা খুচরা বই কিনতে হবে। সবচেয়ে বিলম্ব হবে সংশোধন করা আটটি বাধ্যতামূলক বই বাজারজাত করতে। এর ফলে পাঠ্যপুস্তক ক্রেতাদের হয়রানি বাড়বে এবং পড়াশোনা শুরু করতে বিলম্ব হবে। বিশেষ করে মফস্বলে বই পৌঁছতে ফেব্রুয়ারি লেগে যাবে বলে প্রকাশকদের ধারণা।

জানা যায়, পয়লা জানুয়ারি থেকে তিন কিস্তিতে মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক বাজারজাত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের (১২-এর পাতার পর)

শ্রেণীর ১৪টি বাধ্যতামূলক বই বাজারজাত করা হবে। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান, ইংরেজি, অঙ্ক এবং নবম শ্রেণীর পাঁচটি বই। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহজুড়ে (৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি) দেয়া হবে ২৪টি বই। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা, ইসলামিয়াত, হিন্দুধর্ম, কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি। এছাড়া নবম শ্রেণীর আরও নয়টি বই ছাড়া হবে এই সময়ের মধ্যে। আগামী ১৫ জানুয়ারির পর তৃতীয় কিস্তিতে ১১টি বই ছাড়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর চারুকারু, শারীরিক শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান এবং নবম শ্রেণীর ১৩টি বই।

প্রকাশকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, সেট ধরে বই পেতে কমপক্ষে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দেরি করতে হবে। সূত্র মতে, এ পর্যন্ত মাধ্যমিকের শতকরা ৬৮ ভাগ কাগজ উত্তোলন করেছেন প্রকাশকরা। বাধ্যতামূলক আটটি বই প্রকাশে সবচেয়ে বিলম্ব হচ্ছে। এই আটটি বইয়ের মোট এক কোটি ৩১ লাখ কপি ছাপা হবে। ঈদের আগে সর্বশেষ পজেটিভ সরবরাহ করা হয়। এই বইগুলো ১৫ জানুয়ারির আগে প্রকাশ করা কোনক্রমে সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রকাশক জানিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক সংবেদনশীল বিষয় হয়ে ওঠায় প্রকাশকদের কেউই নাম প্রকাশ করতে চাননি। তবে তাঁরা বলেছেন, সরকারের আন্তরিকতার ফলে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিস্থিতি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। নইলে গত বছরের মতো পাঠ্যপুস্তক নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা সৃষ্টি হতো।